গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ৫ - ১১ অক্টোবর ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

আচ্ছে দিন পুরো ফ্লপ এবার ধুয়া অনুপ্রবেশ

এবার আর বিকাশের কথা নেই, সুশাসনের কথা নেই, নেই কালো টাকা উদ্ধার বা দুর্নীতি দূর করার কথা। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের গলায় এবার শুধুই অনুপ্রবেশ ইস্যু। তিনি বলেছেন, '২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন জিতে সরকার গঠনের পরে আমরা দেশের প্রতিটি কোনা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের এক এক করে খুঁজে বের করব এবং বিতাড়ন করব।' অমিত শাহের হুঙ্কার শুনলে মনে হবে যেন দেশের একেবারে কোনা কোনা পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা কিন্তু এমন হুঙ্কার দেননি, এবার দিতে হচ্ছে কেন?

এবার দিতে হচ্ছে তার কারণ, এবার বিজেপি সামনে তুলে ধরার মতো আর কোনও ইস্যু নেই। 'আচ্ছে দিন' পুরো ফ্লপ, 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' আজ মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পকোড়া ভাজার পরামর্শে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে পুরনো প্রতিশ্রুতিগুলি আজ দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত ক্লিশে হয়ে গেছে। অথচ মানুষকে দেওয়ার মতো নতুন কিছু নেই। তাই যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন-সমস্যার সঙ্গে আদৌ কোনও ভাবে যুক্ত নয় তেমন বিষয়কেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে তারা তুলে নিয়ে আসছে প্রচারের জোরে। যদি তারা সত্যিই মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সিরিয়াস হতেন তবে অমিত শাহ বলতেন, লোকসভা নির্বাচনে জিতে সবার আগে মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগের মূল দাবিই গুলিয়ে দিচ্ছে বিজেপি-তৃণমূলের ভোট রাজনীতি

২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার দাড়িভিট হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন কেন? কেন তারা স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন? এই বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গুলিতে দুই তরতাজা ছাত্রের মৃত্যু সারা রাজ্যের মানুষকে ব্যথিত করেছে। মর্মাহত মানুষের প্রশ্ন, স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের মতো বিষয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে যেতে হচ্ছে, এমন পরিস্থিতি তৈরির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হবেনা কেন? কেনই বা বিচক্ষণতা, ধৈর্য এবং সহানুভূতির সাথে ছাত্র বিক্ষোভ সামলানোর বদলে পুলিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে বলপ্রয়োগের রাস্তায় গেল? এর জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের শাস্তি হবে না কেন?

দাড়িভিট

দাড়িভিটের ছাত্র-অভিভাবক, সাধারণ মানুষের দাবি কী ছিল? পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল এবং কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির চাপান-উতোরে সেটাই গুলিয়ে যাচ্ছে। স্কুলটিতে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৮০০, সরকারি হিসাবেই যত শিক্ষক সেখানে থাকার কথা তার থেকে কম আছেন ২১ জন। এই স্কুলটিতে মূলত গরিব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে। যাদের পড়াশোনার জন্য স্কুলই ভরসা। প্রচুর টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউশন নির্ভর শিক্ষা তাদের কাছে স্বপ্ন। তাই স্কুলে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ চেয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতা-শিলিগুড়িতে বিশাল শ্রমিক বিক্ষোভ

৮-৯ জানুয়ারি ভারত বনধের ডাক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি প্রত্যাহার, ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট ও স্থায়ী কাজে ঠিকা প্রথা বাতিল, ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা ও পেনশন ৩ হাজার টাকা, অসংগঠিত শ্রমিকদের পি এফ-পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষা, অবিলম্বে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, মূল্যবৃদ্ধি ও নারী নির্যাতন রোধ, বন্ধ কারখানা খোলা, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু সহ ২১ দফা দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র ডাকে শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হয়।

কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে স্লোগান মুখরিত সুসজ্জিত এক মিছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ডোরিনা ক্রসিং-এ মিছিল পৌঁছলে রাস্তা অবরোধ করে 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট'-এর কালা আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ চক্রবর্তী। এরপর বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা।

'আপসহীন সংগ্রামের পথে লড়াই-আন্দোলন করেই আমাদের দাবি আদায় করতে হবে'— বলেন সমাবেশের প্রধান বক্তা কমরেড দিলীপ চক্রবর্তী। রাজ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে এবং অন্য প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের দপ্তরে স্মারকলিপি দেন। সভাপতি এ এল গুপ্তা বলেন, 'আজ একই দাবিতে দিল্লিতে এআইইউটিইউসি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৮ -৯ জানুয়ারি ভারত বনধ সহ বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচি যৌথভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।' এই কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে সফল করার আহ্বান জানান তিনি।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ৩০টি ক্ষেত্রের ২ হাজারেরও বেশি শ্রমিক বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন (ছবি আটের পাতায়)। মিছিল বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ি জংশনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শুরুর আগে বাঘাযতীন পার্কে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস ক্ষিতীশ রায়, নৃপেন কার্যি, অভিজিৎ রায়, সমশের আলি, গোপাল দেবনাথ প্রমুখ।

এবিভিপির হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ছাত্ররা

১৯ সেপ্টেম্বর জামসেদপুরে এআইডিএসও-র মিছিলে বর্বর হামলা চালাল বিজেপি-আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। তাদের আক্রমণে একাধিক ছাত্রী সহ বহু ছাত্র গুরুতর আহত হন।

হাসপাতালে আহত ছাত্রকর্মী

সম্প্রতি দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদের দ্বারা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবিভিপি। সেই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় আরএসএস-এর ফ্যাসিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী এবিভিপি সেখানকার নির্বাচিত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন প্রতিনিধিদের উপর মারাত্মক আক্রমণ চালায়। সারা দেশেই ছাত্র এবং শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী মানুষ তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর এই জঘন্য আক্রমণের প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল ডিএসও। এবিভিপি ফেসবুক মারফত কয়েক দিন ধরে হুমকি দিতে থাকে যে, এই মিছিল বার করলেই হামলা করা হবে। সেই হুমকি উপেক্ষা করে ডিএসও এদিন মিছিল করে। এবিভিপির ভাড়াটে গুণ্ডারা লাঠি, রড, নানা অস্ত্র নিয়ে মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়লে সংগঠনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ সোহান মাহাতো, সুনীল, সোনি সেনগুপ্ত, সবিতা সোরেন, ঝর্না মাহাতো সহ অসংখ্য কর্মী আহত হন। বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

ডিএসও কর্মীরা এই আক্রমণ মোকাবিলা করে যেভাবে সাহসের সাথে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন তা এলাকার সাধারণ মানুষ এমনকী স্থানীয় সাংবাদিকদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, লেখকরাও প্রতিবাদে সোচ্চার হন। বাম গণতান্ত্রিক দলগুলির

পাঁচের পাতায় দেখুন

এবার ধুয়া অনুপ্রবেশ

একের পাতার পর

সমাধান করব। বলতেন, এবার ক্ষমতায় ফিরে এলে আমরা প্রথমে দেশের প্রতিটি কোনা থেকে বেকারদের খুঁজে বের করে তাদের প্রত্যেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করব, প্রতিটি দরিদ্রকে খুঁজে বের করে তাদের দারিদ্র দূর করব, সমস্ত অপুষ্ট শিশুদের খুঁজে বের করে তাদের পুষ্টির ব্যবস্থা করব। এ সব কোনও কিছু না বলে অনুপ্রবেশ নিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছেন বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক অমিত শাহ। আসলে অমিত শাহরা বুঝে গেছেন, নন-ইস্যুকে ইস্যু করে তোলা ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় নেই।

প্রচারের জোরে বহু মানুষের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, 'অন্য রকমের দল' বলে দাবি করা বিজেপি ক্ষমতায় এলে সত্যিই হয়ত তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করবে। কিন্তু চার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝে গেছেন, কংগ্রেসের মতো বিজেপিরও মানুষকে আরও মূল্যবৃদ্ধি, আরও বেকারি, আরও ছাঁটাই, আরও বেসরকারিকরণ, আরও দুর্নীতি ছাড়া দেওয়ার কিছু নেই।

বাস্তবে পুঁজিবাদী একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে আর্থিক নীতি নিয়ে বিজেপি চলছে তাতে এর বাইরে অন্য কিছু হওয়ার নয়। পুঁজিপতিদের স্বার্থে তৈরি এই নীতি স্বাভাবিক ভাবেই পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করছে। দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি যে বিজেপির পিছনে টাকা ঢেলেছে, তাদের ব্যাপক প্রচার দিয়ে সামনে নিয়ে এসেছে তা এটা জেনেই যে কংগ্রেসের মতো বিজেপিও তাদেরই দল। মানুষ যখন কংগ্রেসের অপশাসনে ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তখন তারা বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। বিজেপিও গত চার বছর ধরে পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবেই সরকার চালাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের জনবিরোধী শাসনে সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি বেড়েই চলেছে। তার অনিবার্য পরিণতিতে মানুষের ক্ষোভও বাড়ছে। বিজেপি নেতারা খুব ভাল করে জানেন, মানুষের এই ক্ষোভ যে কোনও সময় বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়বে এবং তা শেষ পর্যন্ত শাসক হিসাবে তাঁদের বিরুদ্ধেই যাবে। এই বিক্ষোভ আটকাতে তাই তাঁরা মিথ্যাচারের রাস্তা, প্রতারণার রাস্তা বেছে নিয়েছেন। তাঁদের লক্ষ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ভুল বোঝানো, ভেদাভেদ তৈরি করে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-হানাহানিতে মাতিয়ে দেওয়া, যাতে জনগণ এই সত্য ধরতে না পারে যে, তাদের সমস্ত দুর্ভোগের জন্য তাদের ভাগ্য দায়ী নয়, দায়ী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে শাসক বিজেপি। সেই লক্ষ্য থেকেই তাঁরা এবার অনুপ্রবেশকে ইস্যু হিসাবে তুলে এনেছেন। তাঁরা প্রচার করছেন, তোমার চাকরি নেই কেন— অনুপ্রবেশ দায়ী। মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কেন— অনুপ্রবেশ দায়ী। নতুন কলকারখানা হচ্ছে না কেন— অনুপ্রবেশ দায়ী।

বাস্তবে অনুপ্রবেশকে নির্বাচনী ইস্যু করে ভোটে ফয়দা তোলাই তাঁদের আসল লক্ষ্য। তা না হলে বিজেপি নেতাদের তো এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে— উত্তরপ্রদেশে মাত্র ৩৬৮টি পিওন পদের জন্য যে ২৩ লক্ষ বেকার আবেদন করেছিল, তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? বছরে ২ কোটি বেকারকে কাজ দেব বলে, প্রধানমন্ত্রী আজ যে তাদের পকোড়া ভাজার পরামর্শ দিচ্ছেন তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? কংগ্রেস আমলের ২.৮৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ-খেলাপ যে বিজেপি শাসনের মাত্র চার বছরেই ৯.১৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গেল তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? গ্যাসের দাম যে বাড়তে বাড়তে ৯০৭ টাকা হয়ে গেল তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? প্রতিদিন যে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? সরকারি লক্ষ লক্ষ পদে সরকার যে নতুন নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? শিল্পক্ষেত্রে সরকার যে স্থায়ী কাজের সুযোগ তুলে দিয়ে সব কাজে চুক্তিতে নিয়োগের মারাত্মক আইন নিয়ে এসেছে, তা কি অনুপ্রবেশ আটকানোর জন্য?

দেশের মানুষ জানে, এ সব প্রশ্নের উত্তর বিজেপি নেতারা দেবেন না। কারণ তা হলে তাঁদের প্রতারণার রাজনীতির মুখোশটা খুলে যাবে। দেশের মানুষ ধরে ফেলবে, বিজেপি সরকারের বেআব্রু মালিক তোষণ নীতির কারণেই দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ আজ এক শতাংশ ধনকুবেরের হাতে। তেল-গ্যাস-টেলিকম ক্ষেত্রের ধনকুবের মুকেশ আম্বানির সম্পদের পরিমাণ যে এক বছরে ৬৭ শতাংশ বেড়ে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে, আজিম প্রেমজির ২৬,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি এক বছরে পাঁচ গুণ বেড়ে হয়েছে ১,২৪,৫০০ কোটি টাকা, তা হয়েছে বিজেপির এই নীতির কারণেই। বিজেপি সভাপতির পুত্রের সম্পদ এক বছরে ১৬ হাজার গুণ বেড়েছে কি কোনও ম্যাজিকে? বাস্তবের কঠিন আঘাতে, জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতায় মানুষের কাছে সত্য দ্রুত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় গত লোকসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিগুলি আর মানুষের মনে কোনও দাগ কাটছে না। মানুষ বুঝে গেছে, এগুলি শুধু কথার কথাই। এবার তাই বিজেপি নেতারা ইস্যু হিসেবে বেছে নিয়েছেন অনুপ্রবেশকে। ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে তারা এবার নির্বাচনে জিততে চায়। এই জঘন্য ভোটলোভীরা জানে, জীবনের অসহনীয় জ্বালায় দিশেহারা মানুষের সামনে দুর্দশার কারণ হিসাবে যে কোনও মিথ্যাকে জোর গলায় তুলে ধরতে পারলে, প্রচারে প্রচারে মাথায় গেঁথে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। তাই অনুপ্রবেশের ইস্যুকেই তুরুপের তাস করে মানুষের জীবনকে বাজি রেখে তারা গদির দখল নিতে চায়। বিজেপির এ এক সর্বনাশা ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ।

অনুপ্রবেশ বন্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু অনুপ্রবেশকে নির্বাচনী ইস্যু করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে মদত দেওয়া দেশের মানুষ কোনও ভাবেই চলতে দিতে পারে না। এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকেই। যে জ্বলন্ত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাগুলি মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত জেরবার করে দিচ্ছে সেগুলি সমাধানের জন্য সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, স্পষ্ট ভাষায় তার জবাব চাইতে হবে বিজেপির কাছে। ভোটের লালসায় বিজেপি নেতাদের সর্বনাশা প্ররোচনাকে আটকে দেওয়ার এই হল একমাত্র রাস্তা।

বিজেপি-তৃণমূলের ভোট রাজনীতি

একের পাতার পর

এলাকাবাসী বারবার আর্জি জানিয়েছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষও ২০১২ সাল থেকে এই আর্জি জানিয়েছেন। অথচ দেখা গেল যখন দু'জন শিক্ষক কাজে যোগ দিতে এলেন দাড়িভিট হাইস্কুলের বিক্ষোভকারীরা তাঁদের ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। বাস্তবে স্বজনপোষণ এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জটিল সমীকরণ মেলাতে গিয়ে শিক্ষক নিয়োগের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রতারণা করেছে সরকার।

এই বিষয়টিকে চাপা দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে দাড়িভিট হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক নিয়োগের মতো একান্ত প্রশাসনিক বিষয়েও মাথা গলাতে গিয়েই এই গন্ডগোল ডেকে এনেছেন। অন্যদিকে বিজেপি সুযোগ বুঝে ভোট রাজনীতিতে ফয়দা তুলতে অত্যন্ত বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্ট ছড়াচ্ছে। তারা রব তুলেছে— উর্দু নয় বাংলা চাই। যেন দাড়িভিটের আন্দোলনে এটাই ছিল দাবি!

যদিও নিজেদের দাবিটা খুব পরিষ্কার ভাষায় দাড়িভিটের মানুষ রেখেছেন। স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক চাই। ওই স্কুলের প্রথম প্রয়োজন ছিল উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ভূগোলের শিক্ষক। তারপর ধীরে ধীরে অন্য বিষয়ের শিক্ষক পদ পূরণ। অথচ রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন, জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ডিআই ইত্যাদি রথী-মহারথীরা মিলে ওই স্কুলে একজন উর্দু ও একজন সংস্কৃত ভাষার শিক্ষককে কাজে যোগ দিতে পাঠিয়েছিলেন। যদিও ওই স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে এই দুটি বিষয়ে কোনও শিক্ষক পদ আদৌ খালি নেই। প্রথম দিন স্কুল কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় এই দুজনকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া যাবে না। অথচ ঠিক পরের দিন জেলার ডিআইয়ের উপস্থিতিতে তারা মাধ্যমিক স্তরের খালি দুটি পোস্টকে উচ্চমাধ্যমিকে পরিবর্তন (কনভার্সান) করে ওই দুজনের যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এখন বলছেন, নতুন আইনে নাকি এই ধরনের কনভার্সানের অধিকার ডিআইয়ের হাতে নেই। কিন্তু নানা জেলার ডিআইদের বক্তব্য এই ধরনের কনভার্সান তাঁরা হামেশাই করে থাকেন। শিক্ষা দপ্তরের আইনের খবর ডিআইরাই রাখেন না! এটা কি বাস্তব সত্য! নাকি দরকার মতো আইনকে দুমড়ে-মুচড়ে নিজেদের সুবিধামতো করে নেওয়ার শাসকদলীয় প্রথারই বহিঃপ্রকাশ এটা! যখন দরকার তখন ইচ্ছামতো পোস্ট তৈরি হচ্ছে, আবার বিপদে পড়লে তা বেমালুম বেআইনি হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু এতে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, উর্দু বনাম বাংলা এমন বিরোধ দাড়িভিটে ঘটেনি। বিজেপি সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে অত্যন্ত জঘন্য পরিকল্পনা নিয়েই এই ধরনের কথা তুলেছে। বিজেপির কথা সত্যি হলে সংস্কৃতের বিরুদ্ধেও তো স্লোগান দিতে হয়! বিজেপি উর্দুর কথা বলল, আর সংস্কৃতটা চেপে গেল কোন উদ্দেশ্যে? দাড়িভিটের মানুষের স্বার্থেই যদি বিজেপি আন্দোলন করত, তাহলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টার বদলে এলাকার মানুষের শিক্ষার দাবিটাকেই তারা গুরুত্ব দিত। কিন্তু ভোটের উদগ্র লালসায় তারা সে পথে হাঁটেনি। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গুলিতে দুই ছাত্রের হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনাকে এভাবে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করার মতো দুষ্ট রাজনীতি মানুষকে কী দেবে?

দাড়িভিটের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে স্কুলশিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কী চলছে! মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় ৭০ হাজার পদ খালি। এর মধ্যে শিক্ষক পদই ৬০ হাজারের বেশি। (সূত্র ঃ মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি-এসটিইএ) তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে বসার পর ২০১২ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের হাত ধরে কিছু শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। তারপর থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৬ বছর এসএসসির মাধ্যমে কার্যত আর নতুন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। সম্প্রতি এসএসসি-র মাধ্যমে কিছু কিছু নিয়োগ শুরু হয়েছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে জেলায় জেলায় শূন্য পদের তালিকার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। দাড়িভিট স্কুলই ২১ জন শিক্ষকের অভাবের কথা জানালেও এসএসসির ওয়েবসাইটে তাদের মাত্র ৫ জন শিক্ষকের পদ খালি বলে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় এভাবেই শূন্য পদ স্রেফ গায়েব করে দিয়েছে সরকার। অনুমোদিত পদের সংখ্যা নিয়েও চরম অস্বচ্ছতা তৈরি করা হচ্ছে। এর সুযোগে চলছে দলবাজি, স্বজনপোষণ, আর ঘুষের কারবারের রমরমা। কোনও চাকরিপ্রার্থী এসএসসি-র ওয়েবসাইট দেখে হদিশই পাচ্ছেন না কোন স্কুলে পোস্ট খালি আছে, তিনি কোথায় পোস্টিং চাইবেন! অথচ পিছনের দরজা দিয়ে টাকা, দলীয় হুকুম অথবা খুঁটির জোরে অনুমোদনহীন পোস্টকে কোথাও কোথাও অনুমোদনের মোড়ক দিয়ে নিয়োগ হয়ে যাচ্ছে। দাড়িভিটেও তাই হয়েছে। সে জন্যই ছাত্র-অভিভাবকদের ন্যায্য দাবি তথা স্কুলের যথার্থ প্রয়োজনকে দু'পায়ে মাড়িয়ে তড়িঘড়ি স্কুল কমিটির সিদ্ধান্ত বদলে সংস্কৃত আর উর্দু শিক্ষক নিয়োগের রাস্তা খোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আবার শাসকদলের এক বিধায়ক তথা মন্ত্রীর সাথে একই দলের স্থানীয় বিধায়কের স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিষয়টা জটিল হয়ে গেছে।

স্কুল শিক্ষা নিয়ে এই খেলার সবচেয়ে বড় মূল্য দিচ্ছে রাজ্যের স্কুল ছাত্ররা। একদিকে জেলাগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষক না থাকায় বহু স্কুলে বিভিন্ন ক্লাস মিলিয়ে পড়ানো চলে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক কারও পক্ষেই ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণ বা দান কোনওটিই সম্ভব হয় না। অন্যদিকে পরিকাঠামোহীন স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিন পাশ-ফেল প্রথাহীন শিক্ষার প্রহসন চলায় কলকাতার মতো বড় শহরগুলিতে সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী কমতে কমতে একেবারেই শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে। রমরমা বেড়েছে বেসরকারি স্কুলের। বহু মফঃস্বলেও এই লক্ষণ এখন ফুটে উঠছে।

দাড়িভিটের আন্দোলন এবং দুই ছাত্রের মর্মান্তিক হত্যা একদিকে রাজ্য জুড়ে স্কুলশিক্ষায় বিপর্যয়কর পরিস্থিতিকে বেআব্রু করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি এবং তৃণমূলের মতো ভোটবাজ দলগুলির নোংরা রাজনীতিকেও সামনে এনেছে। শিক্ষাবিদ-শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের সচেতন সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও লাগাতার আন্দোলন ছাড়া এর প্রতিকার অসম্ভব।

প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস

কলেজ স্কোয়ার, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, স্টল নং-১৫

প্রমিথিউস প্রকাশিত বইপত্র ছাড়াও এসইউসিআই(সি) প্রকাশিত বইপত্র ও গণদাবী পত্রিকা পাওয়া যায়

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পদ্ধতি সংক্রান্ত মার্কসীয় উপলব্ধিকে উন্নত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

গুয়াহাটির স্মরণসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের আহ্বান

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪২তম স্মরণবার্ষিকী ছিল ৫ আগস্ট। এই উপলক্ষে দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ৭ আগস্ট আসামের গুয়াহাটিতে এক সভায় বক্তব্য রাখেন। সম্পাদিত বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল।

আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী দার্শনিক, আমাদের শিক্ষক পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানোর অর্থই হচ্ছে তাঁর শিক্ষাগুলো স্মরণ করা, সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং তাঁর চিন্তার ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে আমাদের বৈপ্লবিক কর্তব্য নির্ধারণ করা। তাঁর প্রয়াণ দিবস পালনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখানেই।

কমরেড শিবদাস ঘোষের আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দিকে। সেদিন এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব বর্তেছিল তাঁর উপর। সেই অর্থে কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনের সৃষ্টি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের অবসান ঘটাবার জন্য আসমুদ্রহিমাচলে প্রায় ৫০ বছর ধরে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল তার শেষের দিকে লক্ষ করা গেল যে, ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময়েই তিনি অনুভব করলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের যে মর্মবস্তু সেটা অপূরিত রেখেই দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে চলেছে। বাস্তব সত্যটা স্বাধীনতা সংগ্রামী কমরেড শিবদাস ঘোষ জেলে থাকা অবস্থাতেই অনুভব করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের অল্প কিছুদিন আগে স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক বন্দিরা জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। কমরেড শিবদাস ঘোষও জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর এই সত্যটা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য সংগ্রামের সূচনা করেন। একক প্রচেষ্টায় এই কাজটা তিনি শুরু করেছিলেন। এরপর দেশ রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তখন আর রাষ্ট্র পরিচালনায় নেই। কিন্তু দেখা গেল সমস্ত প্রকারের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার যে আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, তা অপূরিতই থেকে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের পরিবর্তে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন-শোষণই চেপে বসল। তখনই অগ্রগণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আরও কিছু চিন্তাশীল মানুষের মনে এই প্রশ্ন বারবার উঁকি দিয়েছে যে, আসমুদ্রহিমাচল এমন একটা দুর্বার, দুর্দান্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, এত রক্তঝরানো সংগ্রাম, এত প্রাণদান, এত শহিদের মৃত্যুবরণ, লক্ষ লক্ষ ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষকের এত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও অর্জিত এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকার শোষণ দারিদ্র থেকে মুক্ত হওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল না কেন?

তিনি দেখালেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একই সাথে পরস্পরবিরোধী দু'টি ধারা প্রবহমান ছিল। একটা ছিল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত আপসকামী ধারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিবর্তে জাতীয় পুঁজিপতিরা যাতে দেশের জনসাধারণকে শাসন এবং শোষণ করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করতে পারে যাতে সারা দেশে পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন আরও সংহত করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই জাতীয় কংগ্রেসকে সামনে রেখে পুঁজিপতি শ্রেণি এই আপসকামী ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিল। অন্যটা ছিল আপসহীন ধারা। এই ধারার প্রবক্তারা আশা করেছিলেন, দেশের কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষ, নিঃস্ব দরিদ্র মানুষ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে যারা সর্বস্বান্ত, দেশ স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের এই দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে, ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর হবে। সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শোষণ থেকে ভারতের সাধারণ মানুষ মুক্ত হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলা, মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ

স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠেছিল। মুখ্যত আপসহীন ধারার এই সংগ্রামের ধাক্কাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সত্যের স্বীকৃতি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এমনকী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরাও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন পরবর্তী সময়ে। বিভিন্ন সময় আমি এর উল্লেখ করেছি। আপসকামী ও আপসহীন এই দুই বিপরীতমুখী ধারা স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, ষড়যন্ত্র করে কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ কী পেয়েছেন এবং কী পাননি এবং কেন পাননি তার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কমরেড শিবদাস ঘোষই দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে এটাও দেখালেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি দিকই যুগপৎভাবে কাজ করছে। তার একটি হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের অবসান ঘটানো এবং অন্যটি হচ্ছে এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সমস্ত ধরনের শোষণের অবসান ঘটানো। এই দু'টির একটি দিক অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আসল দিকটি অর্থাৎ সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্তির দিকটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল। ফলে ভারতবর্ষ এক নতুন ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করল। তিনি দেখালেন, এই পরিস্থিতিতে সেই অসম্পূর্ণ দিক অর্থাৎ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পুঁজিপতি শ্রেণিকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করতে হবে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। কমরেড ঘোষ সেদিন আরও যে কথাটা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন তা হল, এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল। আজকের দিনে প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধির ভিত্তিতে। এই বিপ্লবী দলটাই হবে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি। এই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলে তার নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিচালনা করেই, বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিপতি শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। ভোটের মাধ্যমে এই কাজ সম্ভব নয়। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জন্ম।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নাম নিয়ে ১৯২৪ সালে যে পার্টিটি গড়ে উঠেছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, সেটা নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি নয়। একথা তিনি বললেন এমন একটা সময়ে যখন ঐতিহাসিক কিছু কারণে জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে অভিহিত এই দলটির বেশ কিছুটা প্রভাব রয়েছে। যার অন্যতম কারণ ছিল তখনকার সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে গৌরব, এই পার্টিটা তার সুফল ভোগ করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ একা দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে, এই পার্টিটা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়েই উঠতে পারেনি। দায়িত্বজ্ঞানহীন, যুক্তিহীনভাবে তিনি কথাটা বলে দিলেন, তা নয়। অঙ্কশাস্ত্রের মতো এক এক করে নির্ভুল যুক্তি দিয়ে ঘটনাসমূহ উল্লেখ করে তার মূল কারণ তিনি তুলে ধরলেন। যে সমস্ত যুক্তি তিনি দেখালেন সেগুলো সেদিন কোনও ব্যক্তিই খণ্ডন করতে পারেননি, এমনকী যে পার্টি সম্পর্কে এই কথা বলা হল তারাও কমরেড ঘোষের এই বিশ্লেষণের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। এ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ সিপিআই নামক এই দলটির নেতাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একসাথে খোলামেলা আলোচনা হোক, আপনারা বলুন, আমিও বলব। কিন্তু তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই পার্টির নেতারা সেদিন এগিয়ে আসেননি। লক্ষ করা গেল যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্ভুল বিশ্লেষণের সামনে এই দলের নেতারা সেদিন দাঁড়াতে পারলেন না, খোলামেলা আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময়, মতবাদিক সংগ্রামের পথ তাঁরা এড়িয়ে চললেন। আমরা দেখেছি, চলার পথে সাময়িক পরাজয়, অসাফল্য, সাফল্য যাই ঘটুক না কেন, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষ ছিলেন সুদৃঢ়, অবিচল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তুলেছেন। আবার লেনিনীয় শিক্ষার ভিত্তিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার এই সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী দল গঠন সম্পর্কে, বিশেষ করে পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগে এর পদ্ধতি সংক্রান্ত মার্কসীয় উপলব্ধিকে আরও উন্নত করলেন। নিঃসন্দেহে মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে এটা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিটি কেন প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি নয়, প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সঠিক পদ্ধতি কী, বুর্জোয়া পার্টিগুলোর মতো একটা সম্মেলন বা কনভেনশন আহ্বান করে দুই-তিন দিন ধরে কিছু আলাপ-আলোচনা করে একটা কমিটি গঠন করে দিলেই একটা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি বা সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না কেন, এ সম্পর্কে আরও বিশদে আলোচনার প্রয়োজন থাকলেও আজকের সীমিত সময়ে তা সম্ভব নয়। কিন্তু যে কথাটা আমি উল্লেখ করতে চাই তা হল— কমরেড শিবদাস ঘোষই দৃঢ়তার সাথে দেখালেন যে, একটা বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হলে তার কিছু পূর্বশর্ত আছে। সকলকেই এই পূর্বশর্তগুলি বাস্তবায়িত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই দল গঠনে যাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের সকলকেই প্রতিনিয়ত শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের মধ্যে যেতে হবে, তাঁদের মধ্যে থাকতে হবে এবং তাঁদের ন্যায্য দাবি নিয়ে নিরন্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলন সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই তাঁদের শ্রমিক-কৃষকদের অতি আপন ও বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে হবে এবং এই পথেই তাঁদের নতুন সংগ্রামের চরিত্র কী সেটা বোঝাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী করার পথে পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এগুলো দল গঠনের একেবারে প্রারম্ভিক কাজ। এই সংগ্রাম করার মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু সংগ্রামী কমরেড জাত বিপ্লবী হিসাবে বেরিয়ে আসবেন, যাঁদের কাছে বিপ্লবই জীবন। যাঁরা জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার সংগ্রামে লিপ্ত। এই সর্বাত্মক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত নেতা এবং কর্মীরা চিহ্নিত হবেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বলেছেন, পুঁজিবাদের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে যখন মানবতাবাদ নিঃশেষিত তখন তাঁদের সকলকেই ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমাজস্বার্থের একীকরণ ঘটাবার নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের ঊর্ধ্বে ওঠার কঠিন সংগ্রাম চালাতে হবে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থকে একীভূত বলে গণ্য করার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত দিক জড়িত করে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার এই প্রারম্ভিক সংগ্রাম, একটা সর্বব্যাপক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার সাথে সাথে দেশের মাটিতে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বেরও জন্ম দিতে হবে। যেহেতু শ্রেণি বিভাজিত শোষণমূলক ব্যবস্থায় প্রতিটি চিন্তা-ভাবনার শ্রেণিচরিত্র রয়েছে, সেহেতু তাদের সকলকেই পুঁজিবাদী চিন্তা-ভাবনা

ছয়ের পাতায় দেখুন

মদের প্রসারে তৎপর সরকার, নারী-নিরাপত্তায় নয়
রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার অল ইন্ডিয়া এম এস এস

রাজ্য সরকার নতুন করে ১২০০ মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার প্রতিবাদে জেলায় জেলায় আন্দোলনে নেমেছে এ আই এম এস এস।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ জেলায় ৭-২৪ সেপ্টেম্বর পাঁচটি জোনে এই

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আন্দোলন সংঘটিত হয়। ৭ সেপ্টেম্বর কুলতলি বিডিও এবং আবগারি দপ্তরে ২ শতাধিক মহিলা বিক্ষোভ দেখান। ১১ সেপ্টেম্বর জয়নগর থানা ও আবগারি দপ্তরে দেড় শতাধিক মহিলা বিক্ষোভ দেখান। ১৩ সেপ্টেম্বর কাকদ্বীপে শতাধিক মহিলা এসডিপিও এবং আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। ১৪ সেপ্টেম্বর ক্যানিং মহকুমা শাসক ও আবগারি দপ্তরে, ২৪ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসকের কাছে ও আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এখানে তিনশত মহিলার বিক্ষোভ মিছিলের পর বাসস্ট্যান্ডে প্রতিবাদ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড হেমলতা পুরকাইত। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কল্পনা দত্ত।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর তমলুকে দুই শতাধিক মহিলা হাসপাতাল মোড়ে বিক্ষোভ দেখান। এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক ও

পূর্ব মেদিনীপুর

আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া, নারী নিগ্রহ রোধে প্রশাসনের উদাসীনতা, অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করা ও সময়মতো চার্জশিট না দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস হাফেজা নায়েক, শ্রাবন্তী মাজি, শ্রাবণী পাহাড়ি, বেলা পাঁজা, রীতা প্রধান প্রমুখ। শেষে মহিলা মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

কোচবিহার

কোচবিহার ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর কোচবিহারে এসডিও অফিসের সামনে আইন অমান্য করা হয়। পাঁচ শতাধিক মহিলার দৃপ্ত মিছিল শহরের নানা রাস্তা ঘুরে আইন অমান্য করে। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সান্ত্বনা দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য যূথিকা নাথ, রাজ্য সহ সভানেত্রী কাবেরী গাঙ্গুলী, জেলা সম্পাদিকা নমিতা বর্মণ। আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশ বিনা প্ররোচনায় হামলা চালায়। আহত হন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস পূর্ণিমা রবিদাস, রবিয়া সরকার, নমিতা বর্মণ সহ ১১ জন। পুলিশ ৪৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করে।

মুর্শিদাবাদ ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বহরমপুর শহর ও জঙ্গিপুরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। মিছিল শুরুর আগে শহিদ প্রীতিলতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ব্যাজ পরিধান করানো হয়। জেলা সভানেত্রী কমরেড পূর্ণিমা কর্মকারের নেতৃত্বে

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুরে প্রায় পাঁচ শতাধিক মধ্যবিত্ত, পরিচারিকা, মাছ বিক্রেতা সহ নির্যাতিতা সাধারণ মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর হাবড়া স্টেশন থেকে মহিলা-মিছিল হাবড়া থানায় যায়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস শ্যামলী মুন্সি, শিপ্রা ঘোষ এবং হাবড়া কমিটির ইনচার্জ শতরূপা ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আইসি-র কাছে ডেপুটেশন দেন। সমাবেশে তাঁরা বক্তব্য রাখেন। বারাসাত রেলস্টেশন চত্বরে মদ, নারী নির্যাতন ও অশ্লীলতা প্রতিরোধে এক বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস দীপালী দত্ত, ক্ষমা পণ্ডা, পরিচারিকা সমিতির জেলা নেত্রী কমরেড শিখা দাস। বসিরহাটে মহিলারা এসডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। জেলা সহ সভানেত্রী কমরেড সবিতা কর্মকার, কমরেড শিখা মুখার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এসডিও-তে ডেপুটেশন দেন। বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে জমায়েত হয়ে মদ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা শিবানী হালদারের নেতৃত্বে এসডিও অফিসে এক প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন। সংলগ্ন চত্বরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যারাকপুরে স্টেশন চত্বরে শহিদ প্রীতিলতা স্মরণে অবস্থান, স্মারক ব্যাজ পরিধান, স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় এবং ঢালাও মদের দোকান খোলা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মহকুমাশাসকের কাছে ছয় দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমরেডস রত্না দত্ত, অনিতা মাইতি, কল্পনা ব্যানার্জী, সুজাতা রায়, রত্না কুণ্ডু, রিমা বল। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস সুজাতা রায়, সোমা বসু প্রমুখ।

বাঁকুড়া ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক মহিলা তামলিবাঁধ মাঠে জমায়েত হয়ে মিছিল করে বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে। জেলাশাসক অফিসে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলের গতি রোধ করে।

বাঁকুড়া

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সভানেত্রী কমরেড কবিতা সিংহবাবু।

পুরুলিয়া ঃ সংগঠনের জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ৫৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ৫ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুনীতি ভট্টাচার্য, জেলা সভানেত্রী কমরেড বন্দনা ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদিকা কমরেড রানি মাহাতো, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অনিতা মাহাতো, কমরেড জানো মাহাতো, কমরেড জলি দাস।

পুরুলিয়া

নদিয়া ঃ এম এস এস-এর জেলা সভাপতি কমরেড বাতশোভার নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মিনতি সরকার ও জেলা সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মী মাইতি।

নদিয়া

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিক্ষোভ মিছিলে দুই শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

রাজ্যে রাজ্যে পার্টি সম্মেলন

আসাম ঃ এস ইউ সি আই (সি)-র আসন্ন তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি পর্বে তৃতীয় আসাম রাজ্য সম্মেলন ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক এবং সেন্ট্রাল স্টাফ মেম্বার কমরেড রবীন সমাজপতি।

রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব, কমরেড আজহার হুসেইন ও কমরেড জয়নাল আবেদিনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর পরিচালনায় প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন কমরেড চন্দ্রলেখা দাস। প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত আলোচনা এবং সংশোধন, সংযোজনের মধ্য দিয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন গৃহীত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত খসড়া দলিলের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কিছু সংশোধনী ও সংযোজনের মাধ্যমে দলিল দুটি গৃহীত হয়। কমরেড চন্দ্রলেখা দাসকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ভোপালে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শংকর সাহা পরিচালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পার্টির সেন্ট্রাল স্টাফ মেম্বার কমরেডস স্বপন চ্যাটার্জী এবং ধূর্জটি দাস উপস্থিত ছিলেন। কমরেড প্রতাপ সামলকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১২ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

কর্ণাটক ঃ ২১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কর্ণাটক রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় গুলবর্গা শহরে। তিন হাজারের বেশি মানুষের বিশাল মিছিলে শ্রমিক-কৃষক-আশাকর্মী থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবীরাও অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ (ছবি), কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কে উমা, কমরেড ভি ভেনুগোপাল এবং সেন্ট্রাল স্টাফ মেম্বার কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত। ২২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। সম্মেলন থেকে কমরেড কে উমাকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১২ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদেরও রাজ্য সম্মেলন নির্বাচিত করে। সর্বশেষে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

জেলায় জেলায় সম্মেলন

উত্তর চব্বিশ পরগণা ঃ ১৫-১৬ হাবড়া গার্লস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল এস ইউ সি আই (সি)-র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা তৃতীয় সম্মেলন। ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস চিরঞ্জন চক্রবর্তী, শংকর ঘোষ এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস সান্টু গুপ্ত, অশোক দাস, গোপাল বিশ্বাস। সম্মেলনে কমরেড গোপাল বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মালদহ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর মালদহ শহরের গান্ধী ধর্মশালায় জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মদন ঘটক ও প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল নন্দী। কমরেড অংশুধর মণ্ডলের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন কমরেড শংকর ঘোষ। কমরেড গৌতম সরকারকে ইনচার্জ করে ৯ জনের মালদা জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন কমরেড স্বপন ঘোষাল।

এবিভিপির হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ছাত্ররা

একের পাতার পর

নেতারা তীব্র নিন্দা করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলির রাজ্য স্তরের নেতারা আহত কমরেডদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান। বিজেপি সরকারি প্রভাব খাটিয়ে ডিএসও-র বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে চাপ দিতে থাকে।

২০ সেপ্টেম্বর এই আক্রমণের প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে ডিএসও-র আহ্বানে বিশাল মিছিল বেরোলে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পাশে দাঁড়ান। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও মিছিলে যোগ দেয়। ডিএসও-র পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে এবিভিপি-র বর্বর ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে প্রমাণ সহ তুলে ধরা হলে এবিভিপি-র মিথ্যা প্রচারের ফানুস ফেটে যায়। শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে পুলিশ ডিএসও-র অভিযোগ গ্রহণ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপির চরিত্র অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।

কাঁথি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

২৭ সেপ্টেম্বর কাঁথি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি)।

অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার, সাতমাইল ব্রিজ পুনর্নির্মাণ, পানীয় জলের সংকট ও জল নিকাশী সমস্যার সমাধান, কাজু ও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স প্রদান, জুনপুটে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, প্রকৃত প্রাপকদের বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, ফসলের লাভজনক দাম, কৃষি পেনশন প্রভৃতি দাবিতে এবং রেশনে নিম্নমানের চাল সরবরাহ, আবাস যোজনার দুর্নীতি-দলবাজি-মদের প্রসার, হরিপুরে পরমাণু প্রকল্প ইত্যাদির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ হয়। তার আগে মিছিল শহর পরিক্রমা করে। নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মানস প্রধান। স্মারকলিপি পেশ করেন কমরেডস সুশান্ত জানা, দেবদত্ত পণ্ডা, রফিকুল ইসলাম, ইন্দ্রজিৎ পয়ড়া প্রমুখ।

উন্নত নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই কমিউনিজমের আদর্শের চর্চা করতে হবে

তিনের পাতার পর

থেকে মুক্ত থাকার সংগ্রাম চালাতে হবে। এই পথেই সংশ্লিষ্ট সকলকে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যেহেতু পুঁজিবাদী দল গঠনের পদ্ধতি এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দল গঠনের পদ্ধতি এক হতে পারে না, তাই শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সঠিক পদ্ধতিও উদ্ভাবন করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। দৃঢ়তার সাথে তিনি বলেছেন, এ পথেই দলের অভ্যন্তরে 'ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং, (সম চিন্তা) 'ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং', (সম চিন্তা প্রক্রিয়া) 'সিঙ্গলনেস অব পারপাস' (সম উদ্দেশ্যবোধ), 'ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ', 'আইডেন্টিক্যাল আউটলুক' (একই দৃষ্টিভঙ্গি)— এ সবের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিপ্লবী দল গঠন সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং যে শিক্ষাগুলো দিয়ে গিয়েছেন সেগুলোকে আয়ত্ত করতে হবে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করার অপরিহার্যতা তিনি বারবার স্মরণ করিয়েছেন।

ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ কীভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন এ সম্পর্কে বহু কথা আলোচনা করার আছে, যা আজকের এই সভায় সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য একটা দিক আমি আজকে উল্লেখ করতে চাই। শুরুতে কমরেড শিবদাস ঘোষও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো একজন তেজস্বী সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ছাত্রজীবনের শুরুতে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সত্য উপলব্ধি এবং সত্য প্রতিষ্ঠার অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এটা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে একা শুরু করলেও কিছুদিনের পরই তিনি আর একা থাকেননি। সঠিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সংগ্রাম করার মধ্য দিয়ে তিনি একজন একজন করে শত শত কর্মীর জন্ম দিলেন যাঁরা এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হচ্ছিলেন।

সংগ্রামের এই গতিপথে অতি সাহসী একজন সাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ অনন্যসাধারণ একজন মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতায় রূপান্তরিত হলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল কোনও পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নয়, কেবল সত্যের উপলব্ধি এবং তার ভিত্তিতে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে। দিনের শুরু থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিপ্লবী নেতা, কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁদের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে গড়ে তুলেছেন। এই কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে কমরেড ঘোষের বিকাশ কতটা উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। এক স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি একজন মার্কসিস্ট অথরিটিতে পরিণত হয়েছিলেন।

তাঁর কথাবার্তায় যে জ্ঞান প্রজ্ঞা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা মানুষকে সাধারণ জীবনযাপনের মন মানসিকতাকে পরিত্যাগ করে বিপ্লবী জীবনসংগ্রামকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সংস্পর্শ লাভ করা ব্যক্তিই নয়, পরোক্ষভাবেও যাঁরা তাঁর চিন্তার সংস্পর্শে এসেছেন, এমনকী তাঁর প্রকাশিত বইপত্র পড়েছেন তাঁরা প্রতিদিনই নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছেন এবং উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এই পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষ আজ জনসাধারণের সামনে অন্যতম মার্কসিস্ট অথরিটি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ— এই মহান নেতাদের ঐতিহাসিক অবস্থান বোঝাতে আমরা এঁদের মার্কসিস্ট অথরিটি বলে আখ্যায়িত করি। কমরেড শিবদাস ঘোষও সেই স্তরেই উপনীত হয়েছেন।

এমনই একজন অসাধারণ ব্যক্তি আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা যারা ছোট বয়সে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার, তাঁর আলাপ-আলোচনা শোনার সুযোগ পেয়েছি, তাদের কাছে সেই স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তাঁকে দেখে তাঁর বহির্জগত এবং সমাজজীবন পরিবর্তনের অসাধারণ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে আমরা যখন অভিভূত, আপ্লুত, আমাদের সেই আবেগ আঁচ করে কোনও একটি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি অসাধারণ সত্যোপলব্ধির অবতারণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— এই যে আমাকে দেখছেন এ হচ্ছে দলের বাইরে এবং ভেতরে সংগ্রামের ফল। কত অপূর্ব এই সত্যোপলব্ধি আপনারা তা উপলব্ধির চেষ্টা করবেন।

আজকের এই স্মরণসভায় এই কথাটাও আমি আপনাদের আরেকবার স্মরণ করাতে চাই যে, সমগ্র দেশে তথা সারা বিশ্বে বিপ্লবী আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। কমরেড ঘোষের শিক্ষাকে যথাযথভাবে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে তাঁর চিন্তার ভিত্তিতে দ্রুত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিরামহীন গণসংগ্রাম গড়ে তোলা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমস্ত দল সম্মিলিতভাবে প্রতিদিন জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তা অবর্ণনীয়। পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে তাদের অঙ্গুলিনির্দেশেই এই সমস্ত রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিদিন প্রতারণা করে চলেছে। মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত অবলম্বন পুঁজিবাদ আজকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, অর্থনৈতিক ভাবে জনসাধারণকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে মানুষ আত্মহত্যা করছে। অন্য দিকে নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব সব কিছুকে ধ্বংস করে এরা মানুষকে অমানুষে পর্যবসিত করছে। কিন্তু কেন? কারণ ছাড়া তো কোনও ঘটনা ঘটে না। ১৮৪৮ সালেই মহান মার্কস সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদ কেবল উদ্বৃত্তমূল্য কেড়ে নিয়ে মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করছে তা-ই নয়, পুঁজিবাদ সমস্ত ধরনের মানবিক সম্পর্ককে টাকার সম্পর্কে অধঃপতিত করছে। আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের এই জঘন্য চরিত্র কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার তা দেখিয়েছেন। তাই সঠিক পথে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বানও তিনি বারবার রেখেছেন। উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে সমস্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনা করার অপরিসীম গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথাও আমি আপনাদের কাছে রাখতে চাই। রাজনীতিবিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, বুর্জোয়া রাজনীতির অধঃপতন দেখে এক শ্রেণির বুর্জোয়া পণ্ডিতই একদিন বলেছিলেন যে, রাজনীতি হচ্ছে ধুরন্ধরদের শেষ আশ্রয়স্থল। কথাটা আজকের নয়, বহুদিন আগের। তখন পুঁজিবাদের আজকের মতো এতটা জঘন্য চেহারা ছিল না। তখনকার দিনেই এই পণ্ডিতরা পুঁজিবাদী রাজনীতির নোংরা দিকটা প্রত্যক্ষ করে এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ ভিন্ন মত পোষণ করলেন। তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে বললেন, যে রাজনীতিকে দেখে একথা বলা হচ্ছে, তা বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনীতি, নিকৃষ্ট রাজনীতি, যার কোনও আদর্শ নেই, সংস্কৃতি নেই, কেবল শোষণ করা, মুনাফা অর্জন করাই তার লক্ষ্য। সেজন্যই বুর্জোয়া রাজনীতি আজকে মানুষের নীতি-নৈতিকতা, মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ সমস্ত মানবিক গুণাবলিকে ধ্বংস করতে চায় যাতে মানুষ পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার দিকে ধাবিত না হয়।

তাঁর কথাবার্তায় যে জ্ঞান প্রজ্ঞা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা মানুষকে সাধারণ জীবনযাপনের মন মানসিকতাকে পরিত্যাগ করে বিপ্লবী জীবনসংগ্রামকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সংস্পর্শ লাভ করা ব্যক্তিই নয়, পরোক্ষভাবেও যাঁরা তাঁর চিন্তার সংস্পর্শে এসেছেন, এমনকী তাঁর প্রকাশিত বইপত্র পড়েছেন তাঁরা প্রতিদিনই নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছেন এবং উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এই পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষ আজ জনসাধারণের সামনে অন্যতম মার্কসিস্ট অথরিটি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

মহান লেনিনের শিক্ষা তুলে ধরে কমরেড ঘোষ গুরুত্ব সহকারে বলেছেন যে, রাজনীতি ও অর্থনীতি হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাজনীতি বাদ দিয়ে সমাজকে বোঝার কোনও উপায় নাই। সমাজ যে অর্থনৈতিক নিয়মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে চলেছে তার সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে রাজনীতি। ফলে অর্থনীতি ও তার উল্টো পিঠ রাজনীতি— এই দুই মিলেই সমস্ত মানবিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজনীতি খারাপ বলে একজন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন, কিন্তু যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজকে পরিচালনা করছে তার প্রভাব থেকে কারওরই দূরে থাকা সম্ভব নয়। রাজনীতি কোনও না কোনও ভাবে প্রত্যেকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যই এসেছে বুর্জোয়া রাজনীতি। এই বুর্জোয়া রাজনীতির রূপ দেখে বলা হচ্ছে রাজনীতি ধুরন্ধরদের শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু রাজনীতি আদৌ তা নয়। শোষকের রাজনীতি এবং শোষিত জনসাধারণের রাজনীতি এক তো নয়ই, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তিনি বললেন, জনগণের রাজনীতি হচ্ছে উচ্চ হৃদয়বৃত্তি এবং বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিন্তার ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণির যে বিপ্লবী রাজনীতি সেটা অতি মহৎ। তাই বুর্জোয়া রাজনীতির যে জঘন্য রূপ বিভিন্ন দলের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে, যে বুর্জোয়া রাজনীতি আজ হত্যাকারীর জন্ম দিচ্ছে সেই নোংরা রাজনীতিকে পরাস্ত করতে মহৎ রাজনীতির চর্চা সর্বতোভাবে চালিয়ে যেতে হবে। এই মহৎ রাজনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই আজীবন করে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে খুব আবেগপূর্ণভাবে হৃদয়স্পর্শী একটা কথা তিনি বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের একটা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েই শুরু করেছিলাম। এই 'ভিন্ন জাতের' কথাটা লক্ষ করুন। দলের নেতা-কর্মীদের উচ্চ সংস্কৃতিগত মান প্রত্যাশা করেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও নেতা-কর্মীদের নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছিল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের যখন সাক্ষাৎ হয়েছে, তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনে উন্নত নীতি-নৈতিকতার গুরুত্বের দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এতে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কমিউনিস্টদের আবার আলাদা করে নীতি-নৈতিকতার চর্চা করতে হবে কেন— এটাই ছিল এঁদের মানসিকতা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ বাদ দিয়ে কোনও আদর্শ, কোনও বিপ্লবী কার্যকলাপের কথা ভাবাই যায় না। অতি অবশ্যই এই নীতি-নৈতিকতার ধারণা অনড়-অচল-স্থির নয়। এগুলোর চরিত্রও পরিবর্তনশীল। তাই এথিকস, মরালিটি, প্রিন্সিপল, কালচার ইত্যাদির ধারণাও ক্রমাগত উন্নত করতে হবে। নীতি নেই, নৈতিকতা-সংস্কৃতি নেই, অথচ একটা কমিউনিস্ট পার্টি— এমনটা অকল্পনীয়। কমরেড ঘোষ আরও বললেন, কমিউনিস্ট আদর্শের মধ্যে আমি যদি উন্নত সংস্কৃতির সুর খুঁজে না পেতাম তাহলে এই পথে আমি আসতাম না। আপনারা নিশ্চয়ই কমরেড শিবদাস ঘোষের এই কথার গভীর তাৎপর্য বুঝতে পারছেন। প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে অতি অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে উচ্চতর নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই কমিউনিজমের চর্চা করতে হবে। কমিউনিজমের আদর্শ এবং কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা এক এবং অভিন্ন বলেই বিবেচনা করতে হবে। শোষিত মানুষকে কমিউনিজমের মর্মার্থ যাঁরা বোঝাবেন তাঁদের জীবনসংগ্রাম ও সংস্কৃতিগত মান, নীতি-নৈতিকতার মান উন্নত থেকে উন্নততর করতে হবে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণিকে সমগ্র বিশ্বের শোষিত জনসাধারণের শোষণমুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। তার জন্য দেশে দেশে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বেই এ কাজ সম্পন্ন হতে হবে। মার্কসবাদের মৌলিক সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন শ্রমিক মানেই বিপ্লবী নয়। শ্রমিকদের ভিতরেও বুর্জোয়া শ্রেণির চিন্তা-ভাবনার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। তার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম করে উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার পথেই একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিক বেরিয়ে আসবে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। মার্কস বলেছেন, অন্যকে পরিবর্তন করার আগে নিজেকে প্রথম পরিবর্তিত করতে হবে— বিফোর এডুকেটিং আদার্স, দি এডুকেটর্স হ্যাভ টু চেঞ্জ দেমসেলভস। এই কারণেই কমরেড শিবদাস ঘোষও এর উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই প্রকৃত

সাতের পাতায় দেখুন

গুয়াহাটির স্মরণসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের আহ্বান

ছয়ের পাতার পর

কমিউনিস্টদের প্রতিনিয়ত নিজেকে পরিবর্তন করেই অন্যকে পরিবর্তন করতে হবে এবং নিজেকে পরিবর্তন করার এই কাজ একদিন, দু'দিনের নয়, এই সংগ্রাম আমৃত্যু।

পুঁজিবাদের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে পুঁজিপতিরা প্রতিনিয়ত পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন-চলচ্চিত্র— এইসব মিডিয়ার মাধ্যমে বুর্জোয়া সংস্কৃতি পরিবেশন করে চলেছে এবং এর মধ্য দিয়ে সকল স্তরের মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে। সেই অবস্থায় কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তুলতে হলে আজকের দিনে এক নতুন উন্নততর সংস্কৃতির, অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দিতে হবে। শ্রমিক শ্রেণিকে এই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হলে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতেই আন্দোলন গড়ে তুললে চলবে না। শ্রমিক শ্রেণির ভিতরে যদি বুর্জোয়া মন মানসিকতার প্রভাব থাকে তা হলে তারা সমাজ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। অজ্ঞাতসারে হলেও তারা বুর্জোয়া শ্রেণিরই দাসত্ব করতে থাকবে। তাই বিপ্লবের পরিপূরক যে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, মহিলা আন্দোলন অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো গড়ে উঠবে সেগুলো কেবল আর্থিক দাবির কিংবা রাজনৈতিক দাবির মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে চলবে না। সেই আন্দোলনগুলো অতি অবশ্যই গড়ে উঠতে হবে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে। পুঁজিবাদের এই চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণু যুগে যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদের শেষটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই, সেই সময় নীতি-নৈতিকতা-সাংস্কৃতিক মান সম্পর্কে এই হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। তাই শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই আজ যদি প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় তা হলে কমরেড ঘোষের এই অসাধারণ অবদানকে সামনে রেখেই তা করতে হবে।

উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জনের সংগ্রাম পার্টির অভ্যন্তরে কী রূপ নেবে সে সম্পর্কেও কমরেড শিবদাস ঘোষ অমূল্য শিক্ষা রেখে গেছেন। তিনি দেখালেন যে, পুঁজিপতিশ্রেণির নেতৃত্বে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে যখন পুঁজিপতিশ্রেণির শ্রেণি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় তখন সেই বিপ্লবগুলো হয়েছিল মানবতাবাদী আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতাবাদ আজকে নিঃশেষিত, তার আজ আর কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেই। ফলে আজকের দিনে নীতি-আদর্শ-মনুষ্যত্ববোধের ধারণাকে

ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে উদ্ভূত মানসিকতাই আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতরে প্রধান অন্তরায়। আধুনিক শোধনবাদ যা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারও ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিবাদ।

আরও উন্নত করতে হবে। কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক মানের জন্ম দিতে হবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, হোয়্যার হিউম্যানিজম এন্ডস, কমিউনিজম বিগিনস। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর বিপ্লবী শিক্ষার অনুসরণে তিনিও অতি গুরুত্ব সহকারে বলেছেন, কালচারাল রেভোলিউশন প্রিসিডস টেকনিক্যাল রেভোলিউশন। কিন্তু এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে মারাত্মক বাধা হিসাবে যে সমস্যা সমগ্র বিশ্বেই দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ আজকে জঘন্য ব্যক্তিবাদের জন্ম দিচ্ছে। চূড়ান্ত পরিণামে ব্যক্তিবাদ ব্যক্তির সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (সেল্ফ অ্যালিয়েনেশন) জন্ম দেয়। সমাজের পরিবর্তনের কাজটা একজন ব্যক্তি একা করতে পারেন না। তাই প্রয়োজন সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। আজ জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেমনটা লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে রাশিয়া ও চীনে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল সেই পথে সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে পুঁজিবাদকে নির্মূল করা যাবে না, এমনকী তার কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাবে না। তাই বিচ্ছিন্নতা নয়, প্রয়োজন ঐক্য সৃষ্টি করা। ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে ধারণা বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের জন্ম দিচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সেই ধারণাকেই নির্মূল করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের মধ্যে ব্যক্তি সম্পত্তির পরিবর্তে সামাজিক সম্পত্তির ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার তাত্ত্বিক দিকটি প্রতিদিন শোষিত জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। বিপ্লবকে প্রতিহত করতে পুঁজিবাদ আজ নানা ধরনের চক্রান্ত করে চলেছে। এই কারণেই পুঁজিবাদ বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদকে নানাভাবে উৎসাহিত করে চলেছে, নতুন করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার জন্ম দিচ্ছে। যার পরিণামে আজকে লক্ষ করা যাচ্ছে মানুষের পরিবারগুলো পর্যন্ত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, মানবিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ছে, পিতা-পুত্র, মা-ছেলের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ফাটল ধরছে। এই অবস্থায় পার্টির ভেতরে বাইরে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবগত সংগ্রাম পরিচালনা করেই তাকে নির্মূল করতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে উদ্ভূত মানসিকতাই আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতরে প্রধান অন্তরায়। আধুনিক শোধনবাদ যা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারও ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিবাদ। মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে এই আধুনিক সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র আরও উন্নত করব, আরও উচ্চতর রূপ দেব— এই ধরনের গালভরা বুলি আওড়ে আধুনিক সংশোধনবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত পুঁজিবাদী চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে এবং এরই চূড়ান্ত পরিণামে এই দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদ পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

আপনারা অনেকেই জানেন, ক্রুশ্চেভীয় আধুনিক শোধনবাদের আসল চরিত্র, তার পুঁজিবাদী স্বরূপ কমরেড শিবদাস ঘোষই সর্বপ্রথম বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হচ্ছে আধুনিক শোধনবাদীরা এই জঘন্য কাজটা করতে পারল কী করে? মহান লেনিন, স্ট্যালিনের প্রতিষ্ঠা করা সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমাগত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে প্রতিদিন চমকিত করেছিল, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবের আদর্শে নাড়িয়ে দিয়েছিল তার এই পরিণাম হতে পারল কী করে?

কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে দ্বান্দ্বিক চিন্তা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে যান্ত্রিক চিন্তা প্রক্রিয়ার বিপদ দেখা দিয়েছে। একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করতে চাই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কিছুদিন পর তদানীন্তন সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নীনা আন্দ্রিয়েভা আমাদের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সাথে আমাদের বহু বিষয়ে মত বিনিময় হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমাদের সর্বনাশটা ঘটল এই কারণে যে, যাকে তাকে পার্টির সদস্য পদ দেওয়া হয়েছে আর আমরা ভেবেছিলাম আমরা সব পেয়ে গেছি, আমাদের আর পাওয়ার কিছু নেই। অর্থাৎ আত্মসন্তুষ্টি আমাদেরকে পেয়ে বসল। সঠিকভাবেই উনি বলেছেন যে এই আত্মসন্তুষ্টিও সর্বনাশ ঘনীভূত করার ক্ষেত্রে একটা কারণ হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই আত্মসন্তুষ্টির জন্ম হতে পারল কেন? এটা হতে পারল এই কারণেই যে, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের চিন্তা-চেতনার মান যেভাবে ক্রমাগত উন্নত করার দরকার ছিল, তা না হয়ে আপেক্ষিক ভাবে নিম্নগামী হতে শুরু করে। মৃত্যুর এক বছর আগে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনও এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার স্মরণ করিয়েছেন যে, চিন্তা-চেতনার মান এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, সমাজের নতুন প্রয়োজন পূরণ করতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতে আমাদের মার্কসবাদীদের কমিউনিস্টদের চিন্তা-চেতনার মানকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হবে, উন্নত ধ্যান-ধারণা এবং উপলব্ধির জন্ম দিতে হবে। এই সংগ্রাম অন্তহীন। এখানে শিথিলতা এলেই বিপদ দেখা দেবে। আপেক্ষিক অর্থে কমিউনিস্ট চেতনার এই নিম্নমানের সুযোগ নিয়েই আধুনিক সংশোধনবাদীরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে সমাজতন্ত্রের ভেতর পুঁজিবাদী চিন্তা-ভাবনাকে উস্কে দিতে পারল। ফলে প্রতিদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট চিন্তার পরিবর্তে বুর্জোয়া চিন্তা, পুঁজিবাদী চিন্তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিন্তা, ব্যক্তিবাদী চিন্তা প্রভৃতি সর্বনাশা চিন্তা-ভাবনা জনসাধারণের মধ্যে শেকড় গাড়তে শুরু করল। সোভিয়েত ইউনিয়নে আধুনিক সংশোধনবাদের এই বিপদ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ সলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের সকল কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাদের বিংশতিতম কংগ্রেসে শুরু হয় এই সংশোধনবাদী প্রক্রিয়া।

কমিউনিস্ট নামধারী ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আরম্ভ হয় কমিউনিজম,

কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার স্মরণ করিয়েছেন, চিন্তা-চেতনার মান এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, সমাজের নতুন প্রয়োজন পূরণ করতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতে আমাদের মার্কসবাদীদের কমিউনিস্টদের চিন্তা-চেতনার মানকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হবে, উন্নত ধ্যান-ধারণা এবং উপলব্ধির জন্ম দিতে হবে। এই সংগ্রাম অন্তহীন।

সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ে কমিউনিজম বিরোধী কর্মকাণ্ড। আমরা সকলেই জানি, এই বিংশতিতম কংগ্রেসের পর এক সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, সি পি এস ইউ-র বিংশতিতম কংগ্রেস আধুনিক সংশোধবাদের সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে। চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রেও কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন যে, তীব্র ভাবগত সংগ্রাম পরিচালনা করে যদি এই আধুনিক শোধনবাদকে প্রতিহত করতে না পারা যায় তা হলে সেটা শুধু আধুনিক শোধনবাদ হয়েই থাকবে না, পুঁজিবাদে অধঃপতিত হবে। চীনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। এই কারণেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদের বিপদ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের হুঁশিয়ারি এবং তাকে প্রতিহত করার উপায় সম্পর্কে তাঁর অমূল্য শিক্ষা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এক দিকনির্দেশ।

তাই আজকের দিনে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আরও উন্নততর উপলব্ধি তাকে ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে হবে। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ মার্কসবাদকে ভিত্তি করেই বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন। তাই এই দার্শনিকদের শিক্ষাগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত চর্চা করতে হবে এবং তার অপরিহার্য অংশ হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের যে সমস্ত অবদান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সংযোজিত হয়েছে সেগুলো আয়ত্ত করার সংগ্রাম করতে হবে। কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের এবং আমৃত্যু এই সংগ্রামে অবিচল থাকার আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, গভীর এবং প্রখর তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে বিপ্লবী জীবন ধারণ অসম্ভব। এ তত্ত্বজ্ঞান যেমন তেমন ভাবে আয়ত্ত করা যাবে— এ রকম নয়। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রতিদিন নিত্য নতুন রূপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মার্কসবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, থিয়োরি ইজ টু গাইড প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস ইজ টু ফারদার এনরিচ থিয়োরি। অর্থাৎ তত্ত্ব প্রয়োগকে পরিচালনা করবে এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়েই তত্ত্বজ্ঞান আরও প্রখর হয়ে উঠবে। প্রতিদিন জনগণের মধ্যে গিয়ে তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে হবে এবং তার মধ্য দিয়েই পরীক্ষিত হবে যে আমার তত্ত্বজ্ঞান সঠিকরূপে গড়ে উঠেছে কি না। কমরেড শিবদাস ঘোষের আরও বহু মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে যার সবটা আজকের এই সভায় আলোচনা করা গেল না। আপনাদের, আমাদের সকলকে তাই প্রতিনিয়ত সেইগুলি অধ্যয়ন করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। তাঁর স্মরণসভায় এটাই হবে আমাদের অঙ্গীকার। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ

২৫ সেপ্টেম্বর প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে প্রায় ১৫ হাজার প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্ট সরকারি দায়িত্বে টাকা ফেরত, এজেন্টদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান সহ ৬ দফা দাবিতে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ অবস্থান করেন।

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে এদিন শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে বিশাল মিছিল অবস্থানস্থলে আসে। বিভিন্ন বক্তা পুজো প্যান্ডেলে, ক্লাবে, ইমাম-ভাতায় সরকারি তহবিলের টাকা দান করার তীব্র সমালোচনা করেন। ইতিমধ্যে যে তিন শত আমানতকারী ও এজেন্ট আত্মহত্যা করেছেন তার জন্য সরকারকে দায়ী করেন এবং যে ৪ জন এজেন্ট খুন হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আমানতকারীদের টাকা ফেরতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করলে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতারিত আমানতকারীদের নিয়ে নবান্ন ঘেরাও, রিলে অনশন সহ আগামী জানুয়ারিতে দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে সংগঠনের সভাপতি রূপম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন। আমানতকারীদের টাকা ফেরতের জন্য উচ্চ আদালতে কী ভাবে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন সে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন সুব্রত উকিল।

এস ইউ সি আই (সি)-র

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস

২১-২৫ নভেম্বর, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড

প্রকাশ্য সমাবেশ

২৬ নভেম্বর, জামশেদপুর, বেলা ১২টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

বক্তা

কমরেড সত্যবান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

ঝাড়গ্রামে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিক্ষোভ

জঙ্গলমহল এলাকায় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মকুব, তেলেঙ্গানা-পাঞ্জাবের ন্যায় কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, কেটে দেওয়া লাইন বিনা শর্তে জুড়ে দেওয়া, এল পি এস সি-র নাম করে গ্রাহকদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা আদায় বন্ধ করা, বন্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ মিটার ১ মাসের মধ্যে পরিবর্তন করার দাবিতে এবং বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির ব্যাপক মুনাফা সত্ত্বেও মাশুল না কমিয়ে গ্রাহকদের প্রতারিত করার বিরুদ্ধে ২৭ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার পক্ষ থেকে আইন অমান্য করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের একটি প্রতিবাদ মিছিল স্থানীয় কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে ঝাড়গ্রাম শহর পরিক্রমা করে। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভকারীরা আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জঙ্গলমহল এলাকার আদিবাসী সহ গরিব গ্রাহকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ৩০-৪০ হাজার টাকা থেকে লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত। আন্দোলনের চাপে বিদ্যুৎ দপ্তর ৬টি ব্লকে গ্রাহকদের বিলে কিছুটা ছাড় দিলেও বহু গ্রাহক এই ছাড়ের সুবিধা পাননি। এমনকী জঙ্গলমহল এলাকার বাকি ১৫টি ব্লক এই ছাড়ের সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েছে। এমতাবস্থায় বকেয়া তিনশো কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে জঙ্গলমহলের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলের সমাধান করতে হবে। আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক জগন্নাথ দাস সহ তপন রায়, মহাদেব প্রতিহার, জগদীশ মাহাতো।

ঝাড়গ্রামে অ্যাবেকার আইন অমান্য

কলকাতায় অ্যাবেকার বিক্ষোভ

ত্রাণ সংগ্রহ বাঁকুড়ায় ঃ ৩ সেপ্টেম্বর অ্যাবেকার পক্ষ থেকে বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিস ও কোতুলপুর বিদ্যুৎ অফিসের সামনে কেরালার বন্যাদুর্গতদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়।

কাজের দাবিতে রাজস্থানে যুববিক্ষোভ মিছিল

কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, সরকারি সকল শূন্যপদে নিয়োগ, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকারভাতা প্রভৃতি দাবিতে ২৪ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে জয়পুরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভসভায় রাজস্থান রাজ্য কো-অর্ডিনেটর কমরেড কুলদীপ সিংহ বলেন তাঁরা ডিসিপি-র মাধ্যমে দাবিপত্র পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে।

দাবি আদায়ে রাজপথে শ্রমিকরা

এ আই ইউ টি ইউ সি-র ডাকে শিলিগুড়িতে শ্রমিক মিছিল (সংবাদ প্রথম পাতায়)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com